প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা-১৫, শ্রেণীসংখ্যা- ০৭০.৪০৮

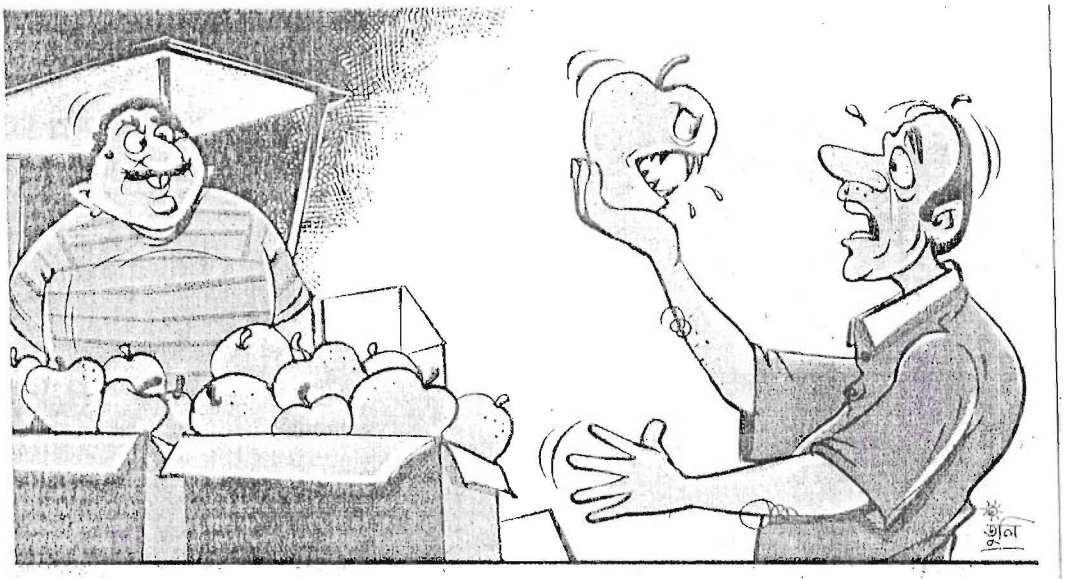

উন্নয়ন ■ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

যেভাবে সম্ভব পদ্মা সেতুর অর্থায়ন

বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু নির্মাণে প্রতিশ্রুত ১৯২ কোটি ডলারের অত্যন্ত সহজশর্ত ঋণ (৮২.৩০ বিনিময় হারে ১৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকা) প্রস্তাব বাতিল করেছে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে। বিশ্বব্যাংকের এ সিদ্ধান্ত বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জোয়েলিকের কার্যকালের মেয়াদ শেষের দুই দিন আগে নেওয়ায় অস্বচ্ছতা ও রাজনীতি থাকতে পারে, তবে বাতিল হওয়ার সিদ্ধান্তটি অপ্রত্যাশিত নয়।

পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের ঋণ বাতিল বাংলাদেশের জন্য মহা আশীর্বাদ, নাকি চরম বিপর্যয়, সে আলোচনায় না গিয়ে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতি জোরদার করতে এ প্রকল্পটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত ঋণচুক্তি বাতিল ঘোষণার পর থেকেই নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের পক্ষে যে ব্যাপক সাড়া জেগেছে, সে গণজাগরণ নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান উপলব্ধি।

পদ্মা সেতু নির্মাণে এর ডিজাইন, নির্মাণকাল, অর্থায়ন, মোট খরচ ইত্যাদি বিষয়ের একমাত্র অর্থায়ন ছাড়া অন্য কোনো আলোচনা তেমন দেখা যাচ্ছে না বলেই একটি সংক্ষিপ্ত হলেও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অর্থায়নের কোন বিকল্প অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত জরুরি। পদ্মা সেতুর নকশা বা ডিজাইন যথেষ্ট সময় নিয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রণীত এবং এতে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন-সহযোগী (এডিবি, জাইকা ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকসহ) সংস্থাগুলোর অনুমোদন তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বিকল্প যেকোনো অর্থায়নে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নকশার অপরিবর্তিত রাখা বা ন্যূনতম সংশোধিত রূপে করাটাই সমীচীন হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করবে কত দ্রুত অর্থায়ন বিকল্প নির্ধারণ করা যাবে এবং কত দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হবে। অনুরূপভাবে পদ্মা সেতু নির্মাণে প্রকল্পের মোট খরচের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্রুততার ওপর। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণকাজ অচিরে শুরু করতে পারলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খরচ কমতেও পারে (পরামর্শক ফি)। সরকার সেতুর জন্য সংযোগ সড়কের ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলেছে বলে দাবি করেছে। এটা সত্য হলে অবশ্যই দীর্ঘসূত্রতার একটি জটিল প্রক্রিয়ার হাত থেকে প্রকল্পটি রেহাই পেল। কারণ, ভূমি দুষ্প্রাপ্যের বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর মতো একটি বৃহদাকার প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ ও ভূমি ক্রয়-অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া রাজনৈতিক বিতর্ক, আর্থিক টানাপোড়েন ও মামলা-মোকদ্দমায় দীর্ঘমেয়াদি সময়জটের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বিষয়ে সরকারি মহলে কোনো স্থির-নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে তা একক কণ্ঠে প্রকাশ করা জরুরি। মনে হচ্ছে, যে নিজস্ব অর্থায়নের জোরদার দেশপ্রেমপ্রসূত বিভিন্ন বক্তব্য এবং এ ব্যাপারে ব্যাপক জনসমর্থন সত্ত্বেও সংগত কারণেই বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন-সহযোগী গোষ্ঠীর অর্থায়নের বিষয়টিও চিন্তাভাবনা

বিকল্প। তবে মহামূল্যবান সময়ক্ষেপণের একটি সীমা নির্ধারণ করতেই হবে। অন্য একটি বহিঃস্থ অর্থায়ন বিকল্পের কথা এডিবি, জাইকা ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের সমন্বয়ে হতে পারে। মালয়েশিয়ার অর্থায়নের সম্ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট সময় ব্যয় হওয়ার এবং প্রকল্প খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ভয় আছে বটে। তবে অর্থায়নের সূত্র সম্পর্কে আশু সিদ্ধান্ত সময় বাঁচাবে এবং অনিশ্চয়তাজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনবে।

পদ্মা সেতু নির্মাণে নিজস্ব অর্থায়নের ভিন্ন ভিন্ন মডেল থাকা স্বাভাবিক। অতিরিক্ত কর-রাজস্ব আদায় করে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অব্যয়িত অর্থ দিয়ে, অপ্রদর্শিত আয় থেকে, বন্ডের মাধ্যমে অথবা সারচার্জ ও স্বতঃস্ফূর্ত অবদান গ্রহণ করে এই বিরাট আকারের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব হবে, তা ভেবে দেখার বিষয় বটে।

> বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত ঋণচুক্তি বাতিল ঘোষণার পর থেকেই নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের পক্ষে যে ব্যাপক সাড়া জেগেছে, সে গণজাগরণ নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান উপলব্ধি

বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং অর্থনীতিতে সংযুক্তি, গতি ও দক্ষতা এমনকি সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে দ্রুততম সময়ে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু করা জরুরি। নিজস্ব অর্থায়নেই কেবল এটি সম্ভব ও সমীচীন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ এর জনগণ এবং আবারও তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমের ফসল বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের মাধ্যমে পদ্মা সেতু নির্মাণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর সঙ্গে অবশ্যই সংযুক্ত হতে পারে তৈরি পোশাক ও নিটশিল্প রপ্তানিপ্রসূত আয়ের অংশগ্রহণ।

দেশজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ : একটি প্রস্তাব
২৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য বাংলাদেশের মহার্ঘ অবকাঠামো পদ্মা সেতু নির্মাণে বিদেশে কর্মরত ভাই-বোনেরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণে আগ্রহী। এই আগ্রহকে কাজে লাগাতে

সেতুর জন্য রেমিট্যান্স আহরণের ফলে বছরে এক হাজার ৩০০ কোটি ডলার রেমিট্যান্সে যেন বিন্দুমাত্র কমতি দেখা না দেয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। মনে হয়, এ বিকল্পটির জন্য সরকারকে কয়েকটি দ্রুত, কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আহরণে তাদের জন্য একটি বড় আকর্ষণ হতে পারে পদ্মা সেতুর মালিকানা। তাই সেতুটির নাম পরিবর্তন করে প্রবাসী পদ্মা সেতু রাখা যেতে পারে। এর মোট খরচের ৪০ শতাংশ ১২০ কোটি ডলার প্রবাসী ভাই-বোনদের কাছে ইক্যুইটি বা নিজস্ব মালিকানার মূলধন হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। তবে সর্বাগ্রে একটি প্রবাসী পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে, যার যথেষ্ট অপারেশনাল স্বাধীনতা থাকবে। কর্তৃপক্ষের কর্মপ্রণালি স্বচ্ছ হতে হবে এবং এর নেতৃত্বে একজন বা একদল বিজ্ঞ, সততার সুনামে উত্তীর্ণ এবং নিরপেক্ষ সাহসী নেতৃত্বের জন্য প্রশংসিতজন আসীন হবেন। সংসদে পাস করা আইন বা একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রবাসী পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ ৩০ দিনের মধ্যে সৃষ্টি করা যেতে পারে।

রেমিট্যান্স ইক্যুইটি আহরণে মূলধন মালিকানার লোভনীয় প্রস্তাব ছাড়াও সেতু কর্তৃপক্ষের নানা দিক, বিশেষ করে নেতৃত্বের গুণাবলি একটি বিশেষ আকর্ষণ হতে পারে। বর্তমানে চলমান প্রচার-প্রচারণাও কাজে লাগবে। রেমিট্যান্স ইক্যুইটি অত্যন্ত উপকারী এ জন্য যে প্রস্তাবিত সেতু প্রকল্পের টোল আয় হবে টাকায় এবং প্রবাসী রেমিট্যান্স বা ইক্যুইটি প্রদানকারীদের দেশীয় উপকারভোগীদের জন্য লভ্যাংশ পাবেন স্থানীয় মুদ্রা টাকায়। অন্য যেকোনো অর্থায়নের উৎস, ইক্যুইটি বা ঋণ—যা-ই হোক না কেন, এর লভ্যাংশ বা ঋণ সার্ভিসিংয়ের অর্থ জোগানে স্থানীয় মুদ্রায় আহরিত লাভকে বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করে বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রার খরচ বাঁচবে। মাত্র ১২ লাখ প্রবাসী ভাই-বোন এক হাজার ডলার সমমানের শেয়ার কিনে নিলেই ইক্যুইটি মূলধন জোগাড় হয়ে যায়। যত দিন তা না হয়, তত দিন বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত দেশের রিজার্ভ থেকে ১২০ কোটি ডলার ব্রিজ ফাইন্যান্স হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

পদ্মা সেতু নির্মাণে বাকি ৬০ শতাংশ সরকারি মালিকানার অর্থায়ন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা যেতে পারে। সারচার্জ মোটেও জনপ্রিয় নয়। তবে বন্ড বা ডিবেঞ্চার ইস্যু করে অর্থ জোগাড় সম্ভব। বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ হয়তো বন্ড কিনতে পারে। কয়েকটি ব্যাংকের সিন্ডিকেট করে ঋণের অর্থ জোগাড় করা সম্ভব। ইনস্যুরেন্স ফান্ডও ব্যবহার করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত প্রভিডেন্ড ও পেনশন ফান্ডের টাকা খাতা-কলমে থাকলেও প্রকৃত অর্থে আছে কি না, সে সন্দেহ থেকেই যায়।

তবে প্রবাসী পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হলে ইক্যুইটি বা নিজস্ব মূলধন এবং ঋণের টাকা জোগাড় করার কাজে গতি আসবে নিঃসন্দেহে। বলা বাহুল্য, সড়ক, রেলপথ ও সেতু প্রকল্প সব সময়ই একটি লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

East West University LIBRARY Mohakhali, D/A